তোমার বেড়াল

বাসুদেব দেব

থাক তবে বৈষয়িক কথাবার্তা সব
চুপ করে থাক রাজনীতি এবং মোবাইল ফোন
কত কিছু না জেনেই একটা জীবন
কখন ফুরিয়ে যায়, নিঃশব্দ বেড়াল
বারান্দা পেরিয়ে যায় তোমার নির্দেশে

স্নানঘর থেকে তুমি চলে যাও ছাতে
সিঁড়িতে পাহারা থাকি
আমি সেই ছন্নছাড়া অকাল বন্ধন
তুমি পড়ো নক্ষত্রের চিঠি শোনো নক্ষত্রের গান
আমি পরিচর্যা করি তোমার বাগান

তোমার নির্দেশ মতো আজ
থাক সব বৈষয়িক কথাবার্তা, দুধের হিসেবে
বারান্দা পেরিয়ে যাক নিঃশব্দ বেড়াল

চোখ

নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

আমার দু'চোখ ক্রমে দূরে সরে যায়
যেখানে রয়েছে আজো জ্বলন্ত শৈশব
একটি নিবিড় মুখ ঘুর-পাক খায়...
তৃপ্তির প্রান্তর জুড়ে মৌসুমী বৈভব।

আমার পৃথিবী ওই দিগন্ত রেখায়—
আঁকা - বাঁকা বহু পথ— নেই ধারাপাত
ধানের ক্ষেত্রের পাশে স্রোত বয়ে যায়
পূর্ণিমার চাঁদ এলে রাখে দুটো হাত।

আমার যে প্রতিদিন কাজ আর কাজ
অঝোর ঝরার বৃষ্টি মাঠ একাকার
প্রাণের ভাষার টানে, আশ্বিনের সাজ
এ মাটি কাঁপায় আজো, দুটো পা আমার।

গমের খেতের কাকেরা[৬]

জয়ন্ত পারমার (ভাষান্তর : জ্যোতির্ম দাশ)

হলুদ গমের খেতের আকাশে
মৃত্যুদূতের মতো
উড়তে থাকে কালো কাকের দল।
অল্প কিছুক্ষণ পরেই
আকাশচারী সেই কাকেরা
ভ্যান গঘকে তুলে নেয়
তাদের ডানায়
এবং তাকে নিয়ে যায়
হলুদ আকাশের কবরের দিকে।

তোমার থেকে দূরে

অজিত বাইরী

তোমার থেকে চ'লে যাচ্ছি দূরে—
তৃণে তৃণে লেখা হলো এই কথা।
পত্রে পত্রে মর্মরিত হলো এই কথা।
বাতাস কানাকানি করলো এই কথা

কী শান্ত, আপাত নিরীহ উচ্চারণ;
অথচ কী গভীর, কী মর্মস্পর্শী!

বাতাস কানাকানি করলো এই কথা—
পত্রে পত্রে মর্মরিত হলো এই কথা—
তৃণে তৃণে লেখা হলো এই কথা—
তোমার থেকে চ'লে যাচ্ছি দূরে।

অপাপবিদ্ধ ক্রোধ

জয়তী রায়

বিদ্যুতের মতো হঠাৎ ঝলসে ওঠে
শান্ত মেঘ,
আহা সে সবুজলতা এঁকেছিল
রং তুলি দিয়ে তার ছিন্নভিন্ন
কোমলতা পড়ে থাকে
ধূসর বাগানে—
কে তাকে এমন করে তীক্ষ্ণশর
ছুড়ে দেয় ভিতরে বাহিরে,
কোন জন্মের পাপে
আহত পাখির ডানা
ঝাপটায় অসহায় ক্রোধে,
তুচ্ছ ফেনিল নীল বিষে
প্রহত রাতের স্বপ্ন ফিরে যায়
ভুল ঠিকানায়—
কেন সে এমন করে
নিজস্ব পারানি নৌকো
ফেলে আসে অচেনা বন্দরে,
অপাপবিদ্ধ স্মৃতি নষ্ট হয়
শুধু অপচয়ে।